করোনাপরবর্তী ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে বৈশ্বিক অর্থনীতি চরম সংকটে পড়েছে। দেশে আন্তর্জাতিক মুদ্রার সাশ্রয়ে আমদানিতে লাগাম টানা হয়েছে। টাকার মান কমে যাওয়ায় বেড়েছে কাগজ, কলমসহ সব ধরনের স্টেশনারি সামগ্রীর দাম। তাতে বেড়েছে শিক্ষাব্যয়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে ব্যয়ের সঙ্গে তালমেলাতে না পারলে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এই ঝরেপড়া রোধে বৃত্তির আর্থিক সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি আওতা বাড়ানোর পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের।

সাধারণ লেখার কাগজ দুই মাস আগে প্রতি রিম ছিল ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা। চলতি সপ্তাহে তা বেড়ে হয়েছে ৪৮০ থেকে ৫২০ টাকা। অর্থাৎ আট সপ্তাহের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ৭০-৮০ শতাংশ। এমন তথ্য জানিয়েছে রাজধানীর বাংলাবাজার, নীলক্ষেত, পল্টন, মতিঝিল ও ফকিরাপুল এলাকার বিক্রেতা ও ক্রেতারা। তারা জানান, শুধু কাগজ নয়, প্রতিটি শিক্ষা উপকরণের স্টেশনারির দাম বেড়েছে ১৫-৩০ শতাংশ পর্যন্ত।

advertisement

দোকানিরা জানান, যেসব মানুষ আগে দুই দিস্তা কাগজ কিনতেন, তারা এখন এক দিস্তা কিনছেন। কম দামের কাগজ খুঁজছেন। তাতে তাদের ব্যবসাও খারাপ যাচ্ছে। অন্যদিকে ক্রেতারা বলছেন, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ তাদের আয়ের সঙ্গে এই বর্ধিত মূল্যের সমন্বয় করতে হিমশিম খাচ্ছেন।

বাংলাবাজার পোস্ট অফিসসংলগ্ন স্টেশনারি দোকানে কথা হয় সরকারি কর্মকর্তা শরিফ উদ্দিনের সঙ্গে। তিনি বলেন, তার দুই মেয়ের জন্য প্রতিমাসে কাগজ-কলম, পেন্সিল, রাবার কিনতে হয়। বাঁধাই করা ৩০ টাকার কাগজের খাতা এখন ৫০-৬০ টাকা হয়েছে। যে কলমের ডজন ছিল ৩৮ টাকা, সেটি এখন ৫২ টাকা; পেন্সিল ও রঙপেন্সিলের দাম গড়ে ৫ টাকা বেড়েছে। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট বেতনে চাকরি করে প্রতিনিয়ত খরচ বেড়ে এখন সন্তানের লেখাপড়ার খরচ সামলানো দায়।

মতিঝিল এজিবি কলোনি বাজারে একটি স্টেশনারি দোকানে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সেলিনা সামছ জানায়, চারটি ব্যবহারিক খাতা কেনার জন্য সে কয়েকটি দোকানে ঘুরেছে। যে খাতা গত জানুয়ারি মাসে ১২০ টাকায় কিনতে পারত, তার দাম এখন ২০০ টাকা। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রাবার আগে ৫ থেকে ১০ টাকায় কিনতে পেরেছে, তা এখন ১০ থেকে ২৫ টাকায় কিনতে হচ্ছে।

কাগজের সঙ্গে ব্যয় বেড়েছে ফটোকপিতেও। শিক্ষার্থীদের সাশ্রয়ে ফটোকপির জন্য বিখ্যাত নীলক্ষেত মার্কেট। সুবর্ণ ফটোস্ট্যাট এবং লেমিনেটিং দোকানে আসা ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী তাসনুভা জানান, আগে ফটোকপি একশ/দেড়শ পৃষ্ঠার বেশি হলে প্রতিপৃষ্ঠায় দিতে হতো দেড় টাকা। এখন আড়াই টাকা প্রতিপৃষ্ঠা। এক/দুই পৃষ্ঠার ফটোকপির মূল্য তিন টাকা করে দিতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে দোকানদার সুমন জানান, কাগজের মূল্য বেড়েছে। আবার সব সময় বিদ্যুৎ থাকে না। অনেকের জরুরি ফটোকপি করে দিতে হয়। এ জন্য জেনারেটর ব্যবহার করেন। খরচ তো বেশি হবেই।

পুরনো পল্টনে মল্লিক প্লাজার একটি স্টেশনারি দোকানে একজন অভিভাববক খুঁজতে এসেছেন সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর। দাম শুনে খানিকটা ইতস্তত করছেন। বিক্রেতা জানান, ক্যালকুলেটর আমদানি কম। ক্যাসিও ব্র্যান্ডের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর মডেলভেদে যেখানে আগে দাম ছিল সাড়ে তিনশ থেকে সাতশ টাকা, এখন সেগুলো সাড়ে চারশ থেকে বারোশ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

রাজধানীর চকবাজারের পাইকারি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সুমন এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী সুমন ঘোষ বলেন, ডলারের দাম বাড়ার কারণে আমদানি ব্যয় বেড়েছে। করোনায় দীর্ঘদিন ধরে চায়নিজ স্টেশনারি সামগ্রী আসাও বন্ধ ছিল। পাইকারি পর্যায়ে দাম ৫ থেকে ১০ শতাংশ বেড়েছে দাবি করে তিনি বলেন, খুচরা পর্যায়ে তো দাম একটু বেশি হবে।

রামপুরার একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সেজুতি বেগম জানান, তার সন্তানের জন্য স্কুল থেকে বিষয়ভিত্তিক খাতা কিনতে হয়। ছেলের ড্রয়িং খাতা কেনার জন্য স্কুলে গিয়ে দেখেন বছরের শুরুতে যে খাতা কিনতে হয়েছে ৬০ টাকা দিয়ে, সেটি এখন ১০০ টাকা। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, কাগজের দাম ও বাঁধায় খরচের কারণে নতুন খাতার জন্য দাম বেশি নিচ্ছেন তারা।

শিক্ষার উপকরণের ব্যয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু আমাদের সময়কে বলেন, মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি হচ্ছে 'শিক্ষা'। এটিকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। প্রতিদিন নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে- এ নিয়ে হইচই। সুক্ষচিন্তা করলে কী বোঝা যায়- একজন অভিভাবক যখন নিজের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন, তখন এ শিক্ষাব্যয় মিটিয়ে তার সন্তানের লেখাপড়া চালিয়ে নিতে পারবেন? নিশ্চয় এরা শিক্ষা থেকে ঝরে যাবে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, সরকার প্রতিবছর ঝরেপড়া কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে বৃত্তি, উপবৃত্তি প্রদান করছে। এখন প্রশ্ন হলো- ওই বৃত্তির আর্থিক সুবিধা কতটুকু একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যয় নির্বাহের জন্য সহায়ক? বাস্তবসম্মত একটা পরিমাণ অর্থ দেওয়া উচিত সরকারের। আবার দেখা যায়, এই বৃত্তি প্রদানের নীতিমালাও ত্রুটিপূর্ণ। এখন সবার আর্থিক সমস্যা। কিন্তু নীতিমালায় অনেক শর্ত। সে কারণে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে শিক্ষাব্যয় অভিভাবকদের সহনীয় করে রাখা।

উল্লেখ্য, সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী- জেএসসিতে মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসে ৪৫০ টাকা দেয় সরকার। আর এককালীন অনুদান (বার্ষিক) ৫৬০ টাকা করে দেওয়া হয়। সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০ টাকা হারে দেওয়া হয়। এ ছাড়া সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্তদের বার্ষিক অনুদান ৩৫০ টাকা করে দেওয়া হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তরা পরে দুই বছর অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত এ বৃত্তির সুবিধা পেয়ে থাকে। রাজস্ব খাত থেকে এ বৃত্তির টাকা দেওয়া হয়।

অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে মাসে ৩০০ টাকা আর এককালীন অনুদান (বার্ষিক) ২২৫ টাকা করে দেওয়া হয়। সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে মাসিক ২২৫ টাকা ও বার্ষিক ৩৫০ টাকা দেওয়া হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তরা পরবর্তী তিন বছর অর্থাৎ জেএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত এ বৃত্তির সুবিধা পেয়ে থাকে।